18

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 16 JAN 1996 ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

স্কুল ভর্তিতে ডোনেশন প্রথা

প্রতি ভর্তি মৌসুমে বেসরকারি স্কুলে ডোনেশন প্রথা নিয়ে আপত্তি ও অভিযোগ শোনা যায়। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য ডোনেশন চাওয়া বেআইনি কিছু নয়। তবে ডোনেশন দেয়ার কথা দানশীল ও শিক্ষানুরাগী সচ্ছল ব্যক্তিদের। ভর্তির শর্ত হিসেবে বাধ্যতামূলকভাবে রেট বেঁধে দিয়ে ডোনেশন আদায় করাটা নিয়েই আপত্তি উত্থাপন করা হয়। এতে ভর্তির ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীর মেধার চেয়ে অভিভাবকের আর্থিক সামর্থ্যই বড় হয়ে দেখা দেয়।

কোমলমতি শিশু কিশোরকে যখন বেসরকারি স্কুলে ভর্তি-পরীক্ষার জন্য বস্যানো হয় তখন অভিভাবক স্কুলের টিউশন ফি'র খবর পান ঠিকই এবং সেই অনুপাতে তার একটা আর্থিক প্রস্তুতিও থাকে; কিন্তু অনির্ধারিত ডোনেশনের টাকা দাবি করা হলে মধ্যবিত্তদের মাথাতেও আকাশ ভেঙে পড়ে। এই ডোনেশনের টাকা ছাত্রপ্রতি ২০/৩০ হাজার টাকার বেশিও হতে পারে।

রাজধানীতে সমস্যাটি প্রকট। সরকারি প্রাইমারি স্কুলগুলোর দৈন্যদশার জন্য বিত্তবান ও পদস্থ কর্মকর্তাদের সন্তান-সন্ততিরা কদাচিৎ এসব স্কুলে পড়াশুনা করে। বেসরকারি কিন্ডার গার্টেনে ভর্তি করানোটা আবার 'স্ট্যাটাস সিম্বল'-এ পরিণত হয়েছে। তার ওপর ইংরেজি মাধ্যমে পড়ানোর হুজুগ তো আছেই। সেকেন্ডারি স্কুলগুলোর ব্যাপারে পরিস্থিতি অন্যরকম। পত্রান্তরে প্রকাশিত হিসেব থেকে দেখা যায় যে, রাজধানীতে ২৪টি সরকারি এবং ৬৫টি বেসরকারি সেকেন্ডারি স্কুল আছে। আজকাল বেসরকারি স্কুলগুলোর শিক্ষকরাও সরকারি তহবিল থেকে তাদের বেতন-ভাতার সিংহভাগ পান। এবং তাদের কতগুলো নিয়মনীতি মেনে চলতে হয়।

সরকারের কোন দান-অনুদান ছাড়াই যারা স্কুল চালান তাদেরই প্রয়োজন বড় রকমের ডোনেশনের। এ ধরনের স্কুল সাধারণত ব্যবসায়িক ভিত্তিতে চলে।

রাজধানীতে দুর্মূল্যের বাজারে লাভজনকভাবে ভাল স্কুল চালানো সহজ কাজ নয়। অন্যদিকে চাহিদার ভিত্তিতে এসব স্কুলের 'মালিকরা' স্কুল 'প্রতিষ্ঠা' করেন। অভিভাবকরা বাজার যাচাই করেই উচ্চ টিউশন ফি দিয়ে এসব স্কুলে তাদের ছেলেমেয়েদের ভর্তি করান। বর্তমান সরকার তার আর্থিক ও ব্যবস্থাপনার সীমাবদ্ধতার জন্য বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে উৎসাহও দিয়ে থাকেন। মনে রাখা দরকার, পুরনো দিনে দেশে যেসব বেসরকারি স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, এসব স্কুল-কলেজ সে ধাঁচের নয়।

এসব স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকদের কাছ থেকে আদায় করা টাকা-পয়সা দিয়েই স্কুল চালানো হবে। আর দশটা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের মতই চাহিদা, সরবরাহ ও বাজারদরের ভিত্তিতে এসব স্কুল চলবে। তবে টাকা-পয়সা আদায় ও খরচ সম্পর্কেও স্বচ্ছতা থাকতে হবে। এ ব্যাপারে সরকারের সুস্পষ্ট নীতিমালা থাকা চাই, যেমন আছে সাধারণ ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের বেলায়। তবে আমাদের শিক্ষাদপ্তর, অধিদপ্তর বা মন্ত্রণালয়ের যে দুর্নীতির বিবরণ আমরা পাই, তাদের হাতে এ ধরনের বেসরকারি স্কুল-কলেজ নিয়ন্ত্রণের ভার তুলে দিলে পরিস্থিতির অবনতিই ঘটবে।

পুরোপুরি বেসরকারি স্কুল ও কিন্ডার গার্টেনগুলো নিজেদের স্বার্থেই অভিভাবকদের কাছে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার রীতি প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। 'ডোনেশন' এবং সব ধরনের ফি'র পুরো বিবরণ তারা ভর্তির আবেদনপত্রের সঙ্গেই সরবরাহ করতে পারেন। অভিভাবকরা যদি জেনেশুনে সেই স্কুলে ভর্তির ব্যবস্থা করেন তবে আপত্তি করার সুযোগ থাকবে না। আর স্কুল উন্নয়নের নাম করে যদি অভিভাবকদের কাছ থেকে টাকা-পয়সা আদায় করা হয়, তবে বছরশেষে সেই টাকার হিসেবপত্র দেয়াটাও বোধহয় সৎ 'ব্যবসায়ীর' কর্তব্য। এ ব্যাপারে যে জিনিসটি দাবি করার মত তা হলো স্বচ্ছতা।